[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শিল্পীগোষ্ঠীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি জহির রায়হান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাধারন সম্পাদক আদিল হোসেন।

আহবায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-রাজেদুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম, বাউল শিল্পী আজাদ, শাহজান আলী লিটন, মিঠু মিয়া, মুন্সী রিপন হোসেন, সবুজ হোসেন, শরিফ উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, খাজা মতিয়ার শাহ, স্কুল শিক্ষক ও লেখক শফিকুল ইসলাম, সেলিম হোসেন, রফিক শাহ, লাল্টু মিয়া, আলী হোসেন ও আব্দুল খালেক।

উল্লেখ্য, উক্ত আহবায়ক কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে কার্যকরি ভুমিকা পালন করবেন।

দর্শনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সড়ক বন্ধ করে আন্দোলন

চুয়াডাঙ্গা দর্শনায় ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার পদত্যাগের দাবিতে প্রায় এক ঘন্টা সড়ক বন্ধ করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে। পরে দর্শনা থানার ওসি শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করাই তারা সড়ক ছেড়ে মাদ্রাসায় ফিরেছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ আন্দোলন করে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা।

জানাগেছে, দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের দাবিতে এ আন্দোলন করে। বেলা ১১ টা ৪৫ থেকে ১২ টা ২৫ পর্যন্ত ৪০ মিনিট ধরে শিক্ষার্থীরা রাস্তা বন্ধ করে এ আন্দোলন করতে থাকে। যার ফলে দূর পাল্লার পরিবহন, ট্রাক, মাইক্রো-বাস, ইজিবাইক, ভ্যান, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল সহ এ সড়কে চলাচলকারী পথচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পরে খবর

পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর থানার অফিসার ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আস্বস্ত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য শিক্ষক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতা এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। বিষয়টি প্রায় সমাধানের পর্যায়ে রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হচ্ছে- দাখিল (এসএসসি) পরিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা টেস্টে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে পরিক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। মাদ্রাসার ঘর ভাড়া দিয়ে ফান্ডে টাকা থাকার সত্বেও গরীব শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন করতে মাদরাসা ফান্ড থেকে সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করা। তিনি দ্বায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী দিনে দিনে কমে যাওয়া। মাদ্রাসার ঘর/গোডাউন ভাড়া নেওয়া লোকজন মাদ্রাসা চলাকালীন সময়ে সেখানে শিক্ষার্থীদের সামনে সিগারেট ধরিয়ে যাওয়া- আসায় কোন বাঁধা না দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা সেখানে সিগারেট খাচ্ছে এসব বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া সহ বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন করে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা বলেন, আমার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ করা হয়েছে তা পরিকল্পিত ও ভিত্তিহীন। শিক্ষার্থীদের পিছনে কোন এক ইন্দোনদাতা অপশক্তি হিসাবে কাজ করছে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবে আমি আমার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি।

আলমডাঙ্গায় জার্মানি প্রবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে জীবন আহম্মেদ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যে দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে জীবন আহম্মেদ জানান, দীর্ঘ ১৩ বছর জার্মানি প্রবাস শেষে গত ৩ মাস আগে দেশে এসেছেন। তার বড় ভাই সাগর লিবিয়া প্রবাসী। তার বড় ভাইয়ের নামে ইটালি পাঠানোর নাম করে খেজুরতলা গ্রামের ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম রফি এলাকার অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে লিবিয়ায় পাঠিয়েছে। তাদের দুর্দশা-দুর্ভোগ সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। আমি তিন মাস আগে দেশে আসলেও তারা প্রায় ৯ মাস আগে বিদেশ যাবার জন্য রফির নিকট টাকা দেয় এবং তারা লিবিয়ায় যায় । আমি এবং আমার চাচি বেদেনা খাতুন সহ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতি অর্থে রফি মেম্বার ওই সকল ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাগরের সাথে লেনদেন করেছে। এ বিষয়ে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার কেউই এই ঘটনার সাথে জড়িত নই। বিষয়টি তদন্ত করলেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের জন্য প্রশাসনের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

দামুড়হুদায় টিসিবির পণ্য বিতরণ ; কার্ড আছে পণ্য নাই

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে বিকাল ৪ টার আগেই পণ্য বিতরণ শেষ, কিন্তু তখনো বেশ কয়েক জনের কার্ড আছে তবে পণ্য নেই।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে মোট ২২০৬ টি কার্ড বিতরণ করা হয়। বিকাল ৪ টার দিকে দেখা যাই পণ্যবিতরণ শেষ। কিন্তু তখনো ১৪ জনের পণ্য বিতরণ হয়নি। ১৪ জনের হাতে ১৪ টি টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। তাহলে পণ্য গেলো কোথায়? এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাইনি। হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির ডিলার এর দায়িত্ব পালন করে

দামুড়হুদার তামিম স্টোর এর স্বত্বাধিকারী শফিকুল ইসলাম। টিসিবির পণ্য বিতরণ হচ্ছে কিন্তু ট্যাগ অফিসারের দেখাও পাওয়া যাইনি।

ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান জানান টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হবে এবিষয়ে আমাকে কিছু জানানো হয়নি, যার কারনে আজ আমি হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে যাইনি। কার্ড আছে পণ্য নেই শুনে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, পণ্য বিতরণ করে ডিলার। কয়জনকে দেওয়া হয়েছে আর কয়জনকে দেওয়া হয়নি তা ডিলার জানে। কারন টিসিবির কার্ড ছাড়া পণ্য বিতরণের কোন সুযোগ নেই। তাহলে কার্ড থাকলে পণ্যও থাকতে হবে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৪ জনের টিসিবির পণ্য কিনে দেয় ডিলার।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন বলেন, ১৪ জনের টিসিবির পণ্য বিতরণ বাকী থাকতেই ডিলারের পণ্য বিতরণ শেষ হয়ে যায়, পরে পণ্য নিয়ে এসে ডিলার বাকী থাকা ১৪ জনের মাঝেই পণ্য বিতরণ করা হয়।

দর্শনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপলক্ষে মানববন্ধন

আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ফ্যাসিস্ট সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের গুম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যা বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২ টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফরহাদ হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ হাসান, যুগ্ম

আহ্বায়ক রাজু আহমেদ, ১ নং সদস্য হাসান আলী, দর্শনা পৌর ছাত্রদল নেতা শেখর শাওন ও আরিফ হোসেন, ডিপার্টমেন্ট নেতৃবৃন্দ অমিন হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান সাইফ, ইমন, লিখন, আবিদ, সজীব, মেহেদী হাসান সহ সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় শুরু হলো অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪

‘অর্থনৈতিক শুমারিতে তথ্য দিন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশ নিন’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক শুমারি।

আজ মঙ্গলবার থেকে আগামি ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিন চলবে এই অর্থনৈতিক শুমারি। অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পের আওতায় এই জেলায় তিন ধাপে এই শুমারি কার্যক্রম চলবে সরকারি বে-সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে। শুমারিতে দেশে অবস্থিত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত সকল খানা ও সকল প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার এই শুমারি আওতাই পড়বে। সময়ের বিবর্তনে একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়নে এই শুমারির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক শুমারির উদ্দেশ্য হয়ে কাজ করবে, খানা ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ। শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল অর্থনৈতিক ইউনিট সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবলের হিসাব নিরূপণের পাশাপাশি তাদের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। ইউনিটের স্থায়ী সম্পদ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং শ্রেণিভিত্তিক সংখ্যা নির্ধারণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষকসহ বিভিন্ন অংশীজনদের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হবে এই শুমারি চলাকালিন।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন,

‘শুরু হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক শুমারি। সবাইকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগীতার আহ্বান এই শুমারি কার্যক্রমে। আর এই শুমরির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বেসরকারি অফিস ও বিভিন্ন খামার ভিত্তিক এবং কৃষি ভিত্তিক অফিস গুলোতে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা সবাই তথ্যদিয়ে সহযোগিতা করবেন। এতে দেশ ও দেশের অর্থনৈতিক ভুমিকায় কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ করার পর এই জেলার প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় কাজে আসবে’।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ে সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গায় জেলায় অর্থনৈতিক শুমারিতে তথ্য সংগ্রহে কাজ করছে ৭৭৩ জন নারী পুরুষ। এই কার্যক্রম সফল করতে সুপার ভাইজার নিয়োজিত করা হয়েছে ১৫০ জন। জোনাল অফিসার আছে ২১ জন ও জেলা শুমারি সমন্বয় ১ জন।

দর্শনা বাড়দী সীমান্তে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ১০টি স্বর্ণের বার জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ১০ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় বাড়াদী সীমান্তের নাস্তিপুর আমবাগানে। সে সময় বাড়াদী বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার খন্দকার ওবায়দুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় সীমান্ত পিলারের ৮০ হতে আনুমানিক ১শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাস্তিপুর আমবাগানের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এ সময় বিজিবি টহলদল সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে এলাকা দিয়ে

অতিক্রম করতে দেখে বিজিবি স্বশস্ত্র টহলদল তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তার কাছে থাকা একটি প্যাকেট ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি প্যাকেট খুলে দেখতে পায় খাকী রংয়ের স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ২টি ব্যাগে আনুমানিক ০১ কেজি ১৬৪ গ্রাম (৯৯.৭৯ ভরি) ওজনের ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। তবে এ ঘটনায় চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী। এ সব স্বর্নের আনুমানিক মৃল্যে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় বাড়াদী ক্যাম্পের হাবিলদার খন্দকার ওবায়দুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় বেগম রোকেয়া দিবসে পাঁচ নারীকে জয়িতা সংবর্ধনা

“নারী-কন্যার সুরক্ষা করি সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব গড়ি” এ প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় বেগম রোকেয়া দিবসে পাঁচ নারীকে জয়িতা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হামিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-

সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউটের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।